বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৭/এ দিলকুশা বা/এ

ঢাকা-১০০০।

এস, আর, ও নং --------/২০২১ ।- বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩নং আইন) এর ধারা ১৪৮ এবং ধারা ৪৯ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম।- (১) এই প্রবিধানমালা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (পরিদর্শন ও তথ্য চাহিবার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়:-
(ক) "আইন" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩নং আইন);
(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ২ (১০) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ;
(গ) "ইলেকট্রনিক রেকর্ড" অর্থ তথ্য ও প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সংশোধিত) এর ধারা ২ (৭) এ বর্ণিত রেকর্ড;
(ঘ) "বীমাকারী" অর্থ আইনের ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী;
(ঙ) "পরিদর্শন" অর্থ বীমাকারীর যে কোন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনে নথিপত্র কর্তৃপক্ষের দপ্তরে তলব করা, তাহা পরীক্ষা বা পর্যালোচনা করা;
(চ) "লাইফ ইন্স্যুরেন্স" অর্থ আইনের ধারা ৫ (২) এ বর্ণিত মানব জীবন সংক্রান্ত বীমা চুক্তি সমূহকে বুঝাইবে;
(ছ) "নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স" অর্থ আইনের ধারা ৫ (৩) এ বর্ণিত মানব জীবন সংক্রান্ত চুক্তি ব্যতিত অন্য সকল শ্রেণীর বীমা চুক্তিকে বুঝাইবে;
(জ) "কার্যালয়" অর্থ বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপন (লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন) প্রবিধানমালা, ২০১২ এর প্রবিধি ২ (খ) মোতাবেক বীমাকারী কর্তৃক নিয়োজিত এক বা একাধিক বেতনভুক্ত ব্যক্তি কাজ করেন এমন স্থান;
(ঝ) "বীমা দাবী" অর্থ বীমাবৃত ব্যক্তি বা তার পক্ষে মনোনীতক বীমা পলিসির শর্তানুসারে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হইলে বীমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য যে আবেদন করিবে তাহাকে বুঝাইবে;
(ঞ) "প্রস্তাবপত্র" অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক বীমাকারীর নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রদান পূর্বক বীমা পলিসি গ্রহণের আবেদন পত্র;
(ট) "সম্পদ" অর্থ আইনের ধারা ৪৮ (২) -এ সন্নিবেশিত "ব্যাখ্যা"-তে অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ;

02/06/2021
ড. এম. মোশাররফ হোসেন
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই প্রবিধানমালায়ও উক্ত অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। পরিদর্শন পদ্ধতি।- (১) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বীমাকারীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একজন দলনেতাসহ এক বা একাধিক পরিদর্শক দল গঠন করিয়া পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শক দল বীমাকারীর অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসহ (সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) যেকোন কার্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দলিলাদি ও বহিসমূহ সরেজমিনে লিখিত বা মৌখিক অধিযাচনের মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে পারিবেঃ

(ক) বীমা পলিসি রেজিস্টার;

(খ) দাবি রেজিস্টার;

(গ) প্রিমিয়াম রেজিস্টার;

(ঘ) পুনঃবীমা রেজিস্টার;

(ঙ) বীমা দাবী অবহিতকরণ রেজিস্টার;

(চ) বীমা দাবী নিষ্পত্তির রেজিস্টার;

(ছ) ব্যাংক রেজিস্টার;

(ঝ) নগদান বহি;

(ঞ) বেতন-সম্মানী রেজিস্টার এবং নিয়োগ ও চুক্তিপত্র;

(ট) বীমা এজেন্ট-ব্রোকারদের কমিশন সংক্রান্ত রেজিস্টার;

(ঠ) পরিচালনা পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী;

(ড) বীমা কোম্পানির চাকুরির বিধি-প্রবিধান, সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা;

(ঢ) বীমাকারীর যে কোন আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিল-ভাউচার;

(ণ) বীমাকারীর অফিসে রক্ষিত যে কোন রেকর্ড-নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড অথবা উভয়ই;

(ত) ই-সেবা, ই-ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত নথি বা ই-নথি;

(থ) বীমাকারীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত নথিপত্র;

(দ) সরকারি রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি;

(ধ) নিরীক্ষিত বা অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;

(ন) সম্পদের ব্যবহার বা বিনিয়োগ বা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যাদি;

(প) সুষ্ঠু পরিদর্শনের প্রয়োজনে পরিদর্শক দল কর্তৃক বীমাকারীর নিকট অধিযাচিত অন্য যেকোন তথ্য, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি।

০২/০৬/২০২১
ড. এম. মোশাররফ হোসেন
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

(৩) পরিদর্শক দল প্রয়োজনে পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যেকোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) পরিদর্শক দল প্রয়োজনে বীমাকারীর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সরকারি দপ্তর হইতে বীমাকারীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৫) পরিদর্শক দল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৬) পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক কর্তৃপক্ষের আরো কোন তথ্য বা দলিলাদির প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহা চাহিতে পারিবে এবং বীমাকারী তাহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৭) পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ অন্যূন ১৫ কার্যদিবসের সময় দিয়ে বীমাকারীর নিকট লিখিত ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে।

(৮) পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কর্তৃপক্ষ বীমাকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবে।

৪। অপরাধ ও দন্ড।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন পরিচালনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে:

(ক) বীমাকারী পরিদর্শন পরিচালনায় অসহযোগিতা করিলে;

(খ) তদন্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে;

(গ) কর্তৃপক্ষ অথবা তদন্ত দল কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

(ঘ) চাহিত তথ্যাদি প্রদানে অহেতুক বিলম্ব করিলে;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশনা উপেক্ষা করিলে।

(২) পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে বীমাকারীর লিখিত ব্যাখ্যা এবং শুনানীতে উত্থাপিত বক্তব্যে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হইলে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ বীমাকারীকে অভিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) অনুযায়ী বীমাকারী অভিযুক্ত হইলে আইনের পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট ধারা ৪৯ এর উপধারা ৪ অনুযায়ী দন্ড আরোপ করা যাইবে। তবে, তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রবিধান ১ (গ) ও (ঘ)- তে উল্লিখিত অপরাধের জন্য আইনের ধারা ১০, ৫০, ৯৫, ১৩০, ১৩১, ১৩৪ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

০২/০৬/২০২১

চেয়ারম্যান

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

ড. এম. মোশাররফ হোসেন
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০